OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 35*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 279 - 288*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 279 - 288*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in*
*(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848*

# রাঢ়বঙ্গের কবিগানে বোলের পালা : প্রসঙ্গ গিরিশ ঘোষ ও সারদা মিলন

মানিক ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ
**এবং**
সহ-শিক্ষক (ইংরেজি) ধানশিমলা বিদ্যাভবন, ধানশিমলা, বাঁকুড়া
Email ID: ghoshmanik87@gmail.com

***Received Date*** *30. 04. 2026*
***Selection Date*** *10. 05. 2026*

***Keyword***
*Bolgan, Unique, Unresolved, Reconciliation, Conflict, Eloquent, Impressive, Captivating.*

***Abstract***
*Bolgan/ Bolgaan is an essential part in the modern Kobigaan of Rarbonga. In the opinion of kobiyals/ Minstrels, Bolgan is like the jelly/ chutney at the end of a feast. After the main part of the Kabirlodai or Kobigaan is over, two kobiyals stand side by side on the stage and perform Bolgan for about 35 to 40 minutes focusing completely on another topic. No reliable evidence has been found about whether Bolgan was sung in the ancient genre of Kobigaan. Bolgan is also known as 'Bolkatakati' in Kobiyali language. According to kobiyals, the word 'Bol' means the 'talk of mouth'. Standing side by side, two kobiyals continue a verbal fight and this is called Bolgan or BolKatakati. However, no matter how much conflict there is in Bolgan, but in the end, there will be a reunion between the two characters. This is the biggest difference between Bolgan and the main part of the Kobigaan. In the conflict of Kobigaan, the matter remains unresolved but in the case of Bolgan, the matter is always resolved and Bolgan is a reconciliation. Bolgan is unique here. Some notable topics of Bolgan in recent time are Billamangal - Chintamani, Sukhdev - Rambha, Debananda - Vishnu Sharma, Sasuri - bouma, Jamai - sasuri, Manasa - Chandbane, Parasar - Mathsayagandhya, Lakshyaheera - Haridas, Savitri - Yamraj, Harishchandra - Shaiva, Krishna - Lalita, Sona - Loha, Disguise Bramhan-Data Karna, Girish Ghosh-Sharda Milan etc. Through Bolgan, a mythological or social story is presented to the public in a very short time through the eloquence and verbal battle of the kobiyals or minstrels. During Bolgan two kobiyals stand on the stage and Sing but only one Dhulidar (dhol/ drum player) plays his Dhol and other Doharies (companions) Sing with them. One kobiayal starts the 'Dhua' (beginning part of a song) of the Bolgan. Later the Doharies (other companions) repeat the part and gradually the kobiyals immediately compose the language of the song and help the song*

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 35*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 279 - 288*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

*forward through questions and answers. In this case, the kobiyals sometimes sing Panchali, Tripodi, Payar etc. Thus, the entire story is completed through the song, through tripodi, and Panchali. The melody of the Dhua part in Bolgan is quite impressive. This captivating melody keeps the audience in their chair until the end. Through Bolgan, it is possible to verify the ability of two kobiyals to compose songs instantly. A message is given to the audience through the Bolgan. After the Bolgan is over, usually the Kobigaan or Kobirlodai ends with the sound of God i.e. Hari dhwani. Here we will discuss the Bolgan named Girish Ghosh O Sarada Milan.*

## Discussion

অখন্ড ভারতবর্ষের একটি বিশিষ্ট সঙ্গীতধারা হল কবিগান। মূলত লোককবিদের গাওয়া গানই হল কবিগান। যাঁরা কবিগান করেন তাঁদের বলা হয় কবিয়াল, কবিসরকার, ছড়াদার, ছড়াকার বা কবিদার। পালাভিত্তিক সংগীত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কবিগান এগিয়ে চলে। প্রত্যেক কবিয়াল বিপক্ষ কবিয়ালদের সমানে সমানে পাল্লা দেন তাই তাঁদের পাল্লাদারও বলা হয়ে থাকে। আবার কবিয়ালরা মঞ্চের মধ্যে ছড়া কেটে কেটে পাল্লাদারদের প্রশ্নের উত্তর দেন। তাই তাঁদের ছড়াদার বা ছড়াকারও বলা হয়। কবিগানের আসরে দুটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক সংগীতের যে লড়াই তাই হল কবিগান। তাই গ্রামেগঞ্জের মানুষজন এই গানকে কবিগান অপেক্ষা 'কবির লড়াই' বলতেই বেশি পছন্দ করেন। কবিগান করার জন্য কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর প্রয়োজন হয়; যে বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে দুটি দলের মধ্যে ছন্দ-লয়-তাল-সুর সহযোগে সংগীত-সমর চলতে থাকে। কবিগানের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া খুব কঠিন। সজনীকান্ত দাস কবিগানের সংজ্ঞা নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন—

> "কবিগানের নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত তা পাঁচালী, খেউড়, হাফ আখড়াই, ফুল আখড়াই, দাঁড়া কবিগান, বসা কবিগান, ঢপ কীর্তন, টপ্পা, কৃষ্ণযাত্রা, তুক্কগীত প্রভৃতি নানা বিচিত্র-বস্তুর সংমিশ্রণের কবিগান জন্মলাভ করে।"[১]

কবিগানের মূল শিল্পী যাঁরা তাঁদের 'কবিওয়ালা' বলা হত। 'কবি' শব্দের সঙ্গে বৃত্তিবাচক 'ওয়ালা' প্রত্যয় যোগ করে 'কবিওয়ালা' শব্দের উৎপত্তি। যাঁরা কবিতাকে জীবিকার উপায় হিসেবে গ্রহণ করেন তাঁরাই কবিওয়ালা।[২] এই কবিওয়ালারাই ছন্দ-সুর-তালের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ভাবে গান রচনা করে পরিবেশন করে আমজনতার মন জয় করার চেষ্টা করতেন। তবে বর্তমানে কবিয়ালরা নিজেদের 'চারণকবি' নামে পরিচয় দিতেই বেশি পছন্দবোধ করেন। এর কারণ হতে পারে দুটি।

> প্রথমত : চারণকবিদের মতো এঁরা বিভিন্ন গ্রামে ও শহরে ঘুরে তাৎক্ষণিকভাবে গান রচনা করে পরিবেশন করেন।
> দ্বিতীয়ত : বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'লোকপ্রসার প্রকল্পে' কবিয়ালদের যে পরিচয়পত্র দিয়েছেন তাতে 'চারণকবি' শব্দটি উল্লেখ আছে।

যাঁরা কবিগানের দলে করতাল, হারমোনিয়াম বা ক্যাসিও বা সিন্থেসাইজার বাজিয়ে কবিয়ালের গানের স্থায়ী অংশকে দুবার তিনবার ঘুরিয়ে গেয়ে থাকেন তাঁদের 'দোহারি' বা 'দোহার' বা 'সঙ্গত' বলা হয়। কবিগানের দলে যাঁরা ঢোল বাজান তাঁদের 'ঢুলিদার' বা 'ঢুলি' বা 'ঢুলে' বা বাজিয়ে' বলা হয়।

যাইহোক, কবিগান প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ— 'কবিগান' কথাটির মধ্যে কবিতা এবং গানের সহ-অবস্থানের কথা চিহ্নিত করা যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে এবং বঙ্গে রাজসভায় কবিতা পাঠের, গানের প্রচলিত ছিল। জনগণের সভায় উৎসবে নাচ, গান, বাদ্য, কথকতার আয়োজন ছিল। সেকালে কবিতা পাঠের এবং রচনার বিশিষ্ট রীতি ছিল। আবৃত্তি ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র। সেকালের বিভিন্ন ছন্দ বিভিন্ন সুরে পঠিত হত। কবিগানে কবিরা পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, পঞ্চপদী, মহাপয়ার দ্রুতলয়ের লৌকিক ছন্দে তাঁদের বক্তব্য পরিবেশন করে থাকেন।[৩]

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 35*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 279 - 288*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

ঠিক কোন পণ্যলগ্নে, কোন কোন শিল্পীর হাত ধরে কবিগানের সৃষ্টি হয়েছে বলা খুবই মুশকিল। এ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নির্দেশিত যে পথ তার ওপরে কেউ যেতে পারেন না। অর্থাৎ ঈশ্বর গুপ্ত নির্দেশিত পথেই গোঁজলা গুঁইকেই কবিগানের আদিগুরু হিসেবে আমাদের মেনে নিতে হয়। কবিগানের সূচনালগ্ন সম্বন্ধে নিখুঁত তথ্য পাওয়া না গেলেও ১৭৬০-১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়কে 'কবিগানের সুবর্ণযুগ' বলা হয়ে থাকে। কয়েকজন প্রাচীন ঘরানার কবিয়াল হলেন গোঁজলা গুঁই, কেষ্টা মুচি, লালু নন্দলাল, রামজী দাস, রঘুনাথ দাস, নিতাই বৈরাগী প্রমুখ। তারপর ভোলা 'ময়রা-এন্টনি ফিরিঙ্গী, এই জুটিও কবিগানের ইতিহাসে সফল জুটি। বিংশ শতাব্দীর কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবিয়াল হলেন গুমানী দেওয়ান, লম্বোদর চক্রবর্তী, শিবশংকর পাল, কিশোরী কোনাই, নারায়ন দাস, ক্ষুদিরাম বাগদি, কৃত্তিবাস বাগদি, বেনারি ঘোষ, ফকির বাড়ি, স্বপন সরকার, মন্মথ ঘোষ, মানিক দাস, শ্যামাপদ ভট্টাচার্য প্রমূখ।

কবিগানের বিষয়বস্তু সাধারণত পুরাণকেন্দ্রিক। রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, গীতা, ভাগবত, কোরআন, বাইবেল, শিবপুরাণ এই সমস্ত পুরাণের বিভিন্ন বিষয় ছাড়াও বর্তমানে অনেক সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি বিষয় নিয়েও কবিগান পরিবেশিত হয়ে থাকে।

বাঁকুড়া জেলা তথা রাঢ়বঙ্গের কবিগানে 'বোলগান বা বোলকাটাকাটি' বা 'মিলন গান' একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যদিও প্রাচীন বা পুরাতন ধারার কবিগানে বোলগান ছিল কিনা, তা জানা যায় না। কেননা কব গানের প্রাচীন নমুনা যতগুলি সংগৃহীত হয়েছে সেখানে কোথাও বোলগান পাওয়া যায়নি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থেকে সাম্প্রতিক সময়ের নিরঞ্জন চক্রবর্তী পর্যন্ত যে সমস্ত সংগ্রাহক বা গবেষক কবিগান সংগ্রহ করেছেন তাঁরা কেউই কবিগানের বোল কাটাকাটি বা মিলনগীতি নিয়ে একটুও কালি খরচ করেননি। কেবলমাত্র হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'বীরভূম বিবরণ' গ্রন্থে আঞ্চলিকভাবে কবিগানের যে সমস্ত নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন সেখানে কিছু বোলের গানও পেয়েছিলেন এবং বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও কোথাও বোলগান নিয়ে খুবই পরিমিত বক্তব্য পেশ করেছেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বীরভূমের অন্য আরেকজন ক্ষেত্রসমীক্ষক ও গবেষক কিশোরী রঞ্জন দাস 'বাংলার কবিগান ও কবিওয়ালা' গ্রন্থে কোনো কোনো স্থলে বোলগালন বা মিলনগীতি কথাটি ব্যবহার করেছেন মাত্র।[৪] কিন্তু বিংশ শতাব্দীর কবিগানে এবং একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক কবিগানের সঙ্গে 'বোলগান' অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কবিগানের মূল পালা বা অভিনয় শেষে এই বোলগান পরিবেশিত হয়। 'বোল' শব্দটি 'মুখের বুলি' বা ভাষা থেকে এসেছে। এক্ষেত্রে দু'জন কবিয়াল একইসঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থেকে বা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থেকে কথা কাটাকাটি বা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে কাহিনীটিকে মিলনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। বোলগানে সেইসব কাহিনীই নির্বাচন করা হয় যে কাহিনীর চরিত্রদের মধ্যে বাদানুবাদ থাকলেও শেষে মিলন থাকে।

রাঢ়বঙ্গের কবিগানে অনেক বোলের পালা দেখা যায়। যেমন বিল্বমঙ্গল-চিন্তামনি, মনসা-চাঁদবেনে, শুকদেব-রম্ভা, মৎস্যগন্ধা-পরাশর, শাশুড়ি-বৌমা, দেবানন্দ-বিষ্ণুশর্মা, রামী-চণ্ডীদাস, কৃষ্ণ-ললিতা, গিরিষ ঘোষ-মা সারদা ইত্যাদি। এদের মধ্যে অন্যতম ভক্তি মার্গের বোলের পালা হল 'গিরিশ ঘোষ ও সারদামিলন'। নাট্যাচার্য ও সুরাসক্ত গিরিশ ঘোষ অন্ধকার জগতের পঙ্কিলাবর্তে নিমগ্ন থেকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। সেখানে ফুল বাগানে মা সারদা ফুলের সাজি নিয়ে ফুল তুলতে ব্যস্ত। ওই রাঙা জবা মা ভবতারিণীর রাতুল চরণ শোভা পাবে। 'গিরিশ ঘোষ-সারদা মিলন' বোলটি এখান থেকেই সূত্রপাত। এখানে গিরিশ ঘোষ ফুলবাগানে পুষ্প চয়নরতা নারীকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। তখন মা সারদা বলন আমি মায়ের রাঙা চরণে অর্পণ করার জন্য রোজ এই বাগানে ফুল তুলি। তা তুমি আজ হঠাৎ এই বাগানে কি মনে করে। তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না। তখন গিরিশ ঘোষ বলেন আমি হাতে মদের বোতল নিয়ে জীবনটাকে কোতল করেছি। মায়ের শীতল চরণ না পেয়ে শুধু যন্ত্রণা ভোগ করছি। এমন সময় মা সারদা তার নাম-ধাম ইত্যাদি জানতে চান। তার সাথে এও জানতে চান এই মন্দির প্রাঙ্গনে তার ঘুরে বেড়ানোর কারণকী। উত্তরে গিরিশ ঘোষ বলেন জীবনের যন্ত্রণা নিয়ে আকুলিত হৃদয়ে তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসেছেন তার দর্শনার্থী হয়ে। তখন সারদামাতা তাকে মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যত হলে গিরিশ ঘোষ বলবেন তোমার পরিচয় এখনো পেলাম না। তখন সারদা মা গিরিশ ঘোষকে বলবেন তুমি যার সাথে দেখা করতে চাও আমি তার ঘরনী। তখন গিরিশ ঘোষ সারদা মাকে জননী সম্বোধন করে তাকে মন্দিরে

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 35*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 279 - 288*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করবেন। এমন সময় মা সারাদা জিজ্ঞাসা করেন তুমি কেন ঠাকুরের কাছে যেতে চাও? গিরিশ ঘোষ তখন তার পূর্ব ঘটনার বিবৃতি দেন। ঘটনাটি এরকম—

একদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশের বাড়িতে ভোজনে বসেছেন। তখন গিরিশ ঘোষ ঠাকুরের কাছে বায়না ধরেন ঠাকুর তুমি আমায় কথা দাও যে তুমি আমার সন্তান বা ছেলে হয়ে আমার ঘরে জন্ম নেবে। ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণদেব তখন গিরিশ ঘোষকে বলেন আমি তোর ছেলে হতে যাব কোন দুঃখে। তখন নেশার ঘোরে শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরকে গলাধাক্কা দিয়ে গিরিশ ঘোষ ঘর থেকে বের করে দেন। ঠাকুর তখন বলেন ওরে গিরিশ তুই আমায় ফুলকো ফুলকো লুচি খেতে দিলি না। উত্তরে গিরিশ ঘোষ বলেন তোমার এখনো জাতের অভিমান গেল না। তাই তাকে ঘর থেকে বের করে দেবার পর গিরিশ ঘোষ অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ক্ষমাভিক্ষা চাইবার জন্য এসেছেন।

এখানে কবিয়ালরা অন্য একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। গিরিশ ঘোষের 'চৈতন্য লীলা' নাটকটি দেখতে এসেছেন ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ তার ভাগ্নে হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে। নাটকের টিকিট বা প্রবেশ মূল্য ষোলো আনা বা এক টাকা। এই ষোলো আনা পরিমাণ টাকা না দিতে পারলে থিয়েটার গৃহে ঠাকুরকে প্রবেশ করতে দেবেন না গিরিশ ঘোষ। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব হৃদয়কে বললেন তোর কাছে কত আছে দেখ তো হৃদয় গুনে। হৃদয় পকেটে হাত দিয়ে পয়সা গুনতে গুনতে বলে – "চার আনা, চার আনা আট আনা আরও চার আনা বারো আনা।" কিন্তু ষোলোয়ানা হতে তখনও চার আনা বাকি। তাই গিরিশ ঘোষ ঠাকুরকে থিয়েটার গৃহের ভিতরে ঢুকতে না দিয়ে বের করে দেন। এখন এসেছেন ক্ষমাভিক্ষা চাইতে। মূল ঘটনা যাইহোক, কাহিনীর মধ্যে নাটকীয়তা আনার জন্য এমন ঘটনার আশ্রয় কবিয়ালরা নিয়ে থাকেন।

সব ঘটনা শুনে মা সারদা মন্দির প্রাঙ্গণে গিরিশ ঘোষকে নিয়ে যান ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের কাছে। তখন গিরিশ ঘোষকে দেখে ঠাকুর আনন্দিত মনে তাকে কাছে টেনে নেন। গিরিশ ঘোষ বারবার গলায় হাত দিতে থাকে কারণ তার গলায় অসুখ। ঠাকুর বলেন শরীর থাকলে অসুখ হবে। তুই এক কাজ কর মায়ের নাম কর। মা ভবতারিণী জগদম্বার নাম কর। তখন গিরিশ ঘোষ বলেন - "আমার নাম করার সময় কই।" ঠাকুর বলেন তুই সকালে নাম কর। গিরিশ ঘোষ বলেন ঘুম থেকে উঠতে সকালে দেরি হয়। ঠাকুর বলেন তবে চান করে মায়ের নাম নিবি। গিরিশের উত্তর চান করলে খিদে পায়। তবে খাবার পর নাম করবি, গিরিশ বলেন খাবার পর আমার ঘুম পায়। ঠাকুর তৎক্ষণাৎ বলেন তবে তুই রাত্রে নাম করবি। গিরিশ বলেন রাত্রে থিয়েটার আছে। শেষে ঠাকুর রেগে গিয়ে বলেন তবে দে আমায় ব-কলমা দে। গিরিশ ঘোষ তখন ঠাকুরকে বলেন ঠাকুর - "আমার পাপ নাও, পূন্য নাও, ভালো নাও, মন্দ নাও, জরা নাও ব্যাধি নাও, আমার সব নাও।" ঠাকুর গিরিশ ঘোষকে জড়িয়ে ধরে বলেন – "ওরে গিরিশ আয় তুই আমার বুকে আয়। আজ আমি তোকে ষোলোয়ানাই দিয়ে দিলাম।" গিরিশ বেজায় খুশি। কারণ সেদিন থিয়েটার দেখতে এসে ঠাকুরের কাছে সে বারো আনার বেশি পায়নি। তাই ভক্ত আজ গুরুরূপী ভগবানের কাছে ষোলো আনা পেয়ে খুব খুশি।

এদিকে গিরিশের সমস্ত জরা-ব্যাধি গ্রহণ করে গিরিশ ঘোষের গলার ক্যান্সার ঠাকুরের গলায় দেখা দিল। অবশেষে ঠাকুরের দেহান্তের পর মা সারদার আশীর্বাদ নিয়ে নরেন, রাখাল, লাটু মহারাজ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দদের নিয়ে গঙ্গার পশ্চিম তীরে দক্ষিণেশ্বরের অনতি দূরে বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের নামে 'বেলুড় মঠ' বা 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ' প্রতিষ্ঠা করেন। এইখানে ভক্ত ভগবান বা মা বেটার মিলন হয় এবং বোলগান শেষ হয়। কোনো কোনো কবিয়াল তখন শ্যামা মায়ের একটি গান দিয়ে বোলগান শেষ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যেহেতু মঞ্চে মাত্র দুইজন কবিয়ালই থাকেন, অন্যকোন তৃতীয় ব্যক্তি থাকেন না তাই ওই দুইজন কবিয়ালই গিরিশ ঘোষ, মা সারদা ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

গিরিশ ঘোষ— ফুলবাগানে ফুলেশ্বরী কে গো তুমি ললনা? (বোলের ধুয়া)
মা সারদা— ফুলের সাজি হাতে করি, দর্শন দিলে যতন করি, তোমায় চিনতে পারি না। (পর ধুয়া)
গিরিশ ঘোষ— লাল পেড়ে ডুরে শাড়ি, পরেছো গো যতন করি, করছো এই বাগানে ঘোরাঘুরি, তোমায় চিনতে পারি না---

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 35*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 279 - 288*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

মা সারদা— আমি এই বাগানে ফুল যে তুলি, মায়ের পূজায় দেবো বলি, অসময়ে তুই কে বাপ এলি, আমি চিনতে পারি না-

গিরিশ ঘোষ— হাতে আছে মদের বোতল, জীবনটাকে করলাম কোতল, পেলাম না মায়ের চরণ শীতল, পাচ্ছি জীবন যন্ত্রণা-

মা সারদা— কি নাম তোমার, কোথায় বাড়ি? বল একটু প্রকাশ করি, কেন এলে এই দেব নগরী? প্রকাশ করে বলো না-

গিরিশ ঘোষ— বাগবাজারে আমার বাড়ি, গিরিশ ঘোষ নামটি ধরি, এলাম আমি মন্দির পুরি, পরিচয়টা শোনোনা—

মা সারদা— কি কারনে এলে চলে? আমার কাছে বলো খুলে, মা ভবতারিণীর আবাস স্থলে, তোমার ভয়ের কিছুই থাকবে না—

গিরিশ ঘোষ— জীবনের যন্ত্রণালয়ে, আকুলিত হৃদয়ে, এসেছি গো হেথায় ধেয়ে, ঠাকুর রামকৃষ্ণ যেথায় আছয়ে, করো তুমি বিবেচনা—

মা সারদা— যে জন প্রভু আছে ঘরে, চলো তুমি দয়া করে, মা মহামায়ার মায়াপুরে, দুঃখ তোমার থাকবে না—

গিরিশ ঘোষ— তোমার পরিচয় কর প্রদান, দাঁড়াইলে তুমি কোন জন, হেরে তোমার রাতুল চরণ, পাচ্ছি মনে সান্ত্বনা—

মা সারদা— শোনরে বাছা গুণমনি, আমি শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরণী, সবাই ডাকে মা সারদাজননী, আমার সাথে চল না—

গিরিশ ঘোষ— তুমি কি সেই সারদামণি? কোলে তুলে নাও জননী, ঠাকুরের চরণ দুখানি, স্পর্শ করায়ে দাও না—

গান—

আমার হাত দুটি ধরে লয়ে চলো মোরে পড়ে আছি অন্ধকারে।
যেথায় কল্পতরু আছে বিদ্যমান লয়ে চলো তার চরণ পরে।

মা সারদা— (পাঁচালী/ পয়ার)

হাতে ধরে যত্ন করে মন্দিরে নিয়ে যাব।
ঠাকুরের সঙ্গে তোমার দর্শন করাবো।।
কিন্তু কি কারনে ক্ষমাপ্রার্থী বলরে বাছাধন।
শুনিতে বাসনা বড় মনের আকিঞ্চন।।

গিরিশ ঘোষ—

শোনো শোনো শোনো মাতা শোনো আমার বাণী।
একদিন আমার গৃহে গিয়েছিলেন ঠাকুর গুণমণি।।
তাই সামনে পেয়ে কল্পতরু প্রকাশ করলাম বাসনা।
ঠাকুর তুমি আমার ছেলে হবে এই আমার কামনা।।
আমার কথা শুনে ঠাকুর বলিল দূর শালা।
কোন দুঃখে তোর ছেলে হব তুই দিস না আমায় জ্বালা।।
ফুলকো ফুলকো লুচি ছিল ঠাকুরের সেবায়।
নেশার ঘোরে গলা ধাক্কা দিলাম আমি তায়।।
কাঁদতে কাঁদতে ঠাকুর আমার আসন ত্যাগ করিল।
আমি বললাম শোন ঠাকুর আমার কথাগুলো।।
ব্রাহ্মণের ছেলে তুমি করে বিবেচনা।

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 35*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 279 - 288*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

জাতের অভিমান তোমার এখনো গেল না।।
কায়স্থের ছেলে আমি, তাই তোমার মনে দ্বিধা।
আমার ছেলে হতে ঠাকুর লাগছে তোমার বাধা।।
তাই গলা ধাক্কা দিয়ে দিলাম রেগে গিয়ে হায়।
সেই অপরাধে আমার কাঁদে এই হৃদয়।।
ঠাকুরের কাছে আমি চাইব মার্জনা।
দয়া করে নিয়ে চলো কথাটা শোনো না।।

মা সারদা—

গিরিশ ঘোষের কথা শুনে মা সারদা জননী।
মন্দিরেতে নিয়ে গেল যথা রামকৃষ্ণ গুণমনি।।
ভক্ত যদি দশ হাত এগিয়ে যায়।
একশত হাত এগিয়ে আসে ভগবান সেথায়।।
হাত বাড়ায়ে দাঁড়ায়ে ঠাকুর আমি দেখতে পাই।
আমরা আছি দুইজনে তিনজনে নাই।।
ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেজে সারদামণি হায়।
সেই স্থানে ঠাকুর আমার গিরিশকে কয়।।

রামকৃষ্ণ—

আয়রে গিরিশ বাহুডোরে আয়রে বাছা ধন।
বড্ড দেরি করে এলি রে তুই কিসের কারণ?
(অবনত মস্তকে গিরিশ দাঁড়িয়ে রয়।
হাত বোলাতে থাকে গিরিশ ওই না গলায়।।)

রামকৃষ্ণ—

শোনরে আমার ক্ষ্যাপা ছেলে শোন আমার ধারে।
কেন বারে বারে হাত বোলাস তোর গলার ‘পরে?

গিরিশ ঘোষ—

ঠাকুর আমায় ক্ষমা করো ওহে পতিত পাবন হরি।
অপরাধ করেছি আমি তাই অনুশোচনায় মরি।।
গলায় ভীষণ ব্যথা আমার পাচ্ছি যে যন্ত্রনা।
পাপের ফল পাচ্ছি আমি, তুমি কি জানো না?
ক্ষমা করো ওহে ঠাকুর তোমার পায়ে ধরি।
তুমি ব্রজপুরের ঠাকুর রাখাল, তুমি বংশীধারী।।
সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর আমার কল্পতরু যিনি।
গিরিশকে দিতেছেন তাহার অভয় বানী।।

রামকৃষ্ণ—

শোন রে গিরিশ আমার কাছে শুনে চল কানে।
দেহ থাকলে ব্যাধি হবে এটা সবাই জানে।।
একটা কথা শোনরে গিরিশ শোন আমার ঠাঁই।

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 35*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 279 - 288*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

মা কালীর নাম নিবি তুই সকাল বেলায়।।

গিরিশ ঘোষ—

ঘুম ভাঙে দেরিতে মোর ঠাকুর গুণমণি।
কেমনে নাম নেব মায়ের, চিন্তিত আমি।।

রামকৃষ্ণ—

তাহলে চান করার পরে তুই মায়ের নাম নিবি।
মায়ের নাম নিতে নিতে মন্দিরেতে যাবি।।

গিরিশ ঘোষ—

স্নান করার পরে আমার ভীষণ খিদে পায়।

রামকৃষ্ণ—

খাবার পরে নাম নিবি তোরে বলে যাই।।

গিরিশ ঘোষ—

খাবার পরে ঘুম আসে, কখন ঘুমাবো?
ঘুমিয়ে গেলে কেমন করে মায়ের নাম নেব?

রামকৃষ্ণ—

সন্ধ্যা বেলায় মায়ের নাম করিবি যতনে।
তোর ত্রিতাপ জ্বালা যাবে দূরে শান্তি পাবি মনে।।

গিরিশ ঘোষ—

সন্ধ্যাবেলায় থিয়েটারে আমি চলে যাই।
আকণ্ঠ পান করি কোন হুঁশ থাকে নাই।।
এই কথা শুনে ঠাকুর বলেছেন বচন।
ব-কলমা দেরে গিরিশ আমার কথা শোন।।
সঙ্গে সঙ্গে গিরিশ ঘোষ ব-কলমা দিল।
ঠাকুরের চরণতলে লুটায়ে পড়িল।।
ঠাকুর, আমার পাপ নাও, পূন্য নাও গো তুমি।
আমার ধর্ম নাও, অধর্ম নাও, ওহে প্রাণের স্বামী।।
ভালো নাও, মন্দ নাও, যা কিছু আমার।
আমার জরা নাও, ব্যাধি নাও, আমাকে করে নাও তোমার।।

গিরিশকে জড়িয়ে ধরে ঠাকুর সব ব-কলমা নিল।
গিরিশের রোগ-ব্যাধি সব দূরে চলে গেল।।
কল্পতরু গলার মাঝে রোগ ব্যাধি নেয়।
মা সারদা দূরের থেকে সব দেখতে পায়।।
মৃত্যুশয্যায় ঠাকুর আমার সারদাকে কয়।
সমস্ত বিশ্ববাসীকে তনয়রূপে দেখিবে নিশ্চয়।।
গিরিশ তখন মায়ের পায়ে প্রতিজ্ঞা করিল।
নরেন, লাটু, রাখাল আমরা সবে মিলে মঠ করব ভালো।।
বেলুড় মঠে পূজা করে মা সারদাকে আসনে বসিয়ে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 35*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 279 - 288*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

জগৎ জননী মা সারদা সবাই দিল কয়ে।।

মা সারদা ও গিরিশ ঘোষ একসঙ্গে —

হেথায় মা বেটাতে মিলন হল, প্রেমানন্দে হরি বলো, মায়েরা উলুধ্বনি তোলো, পুরন হবে বাসনা—

ফুল বাগানে ফুলেশ্বরী—

তখন মা সারদা গিরিশকে বলছে গিরিশ শোন।
যেই কালী, সেই কালা তারা মূলে একজন।।

তখন কবিয়াল শিবশংকর ও কিশোরী কোনাই এর রচনা একটা ভক্তিমূলক শ্যামা সংগীত দিয়ে বোলগান শেষ করেন। গান—

কালি বলো কৃষ্ণ বলো, মনরে আমার অভেদ জ্ঞানে।
কালী কৃষ্ণ একই আত্মা নয়ন মিলে দেখরে ধ্যানে।।
গিরিপুরে গিরিবালা, নন্দালয়ে নন্দলালা,
(সে যে) ভুলাইলো ব্রজবালা, গান গাহিয়া বাঁশির গানে—
কে জানে তোর ইতিবৃত্তি, কে জানে তোর মূলাকৃতি,
কালি কখনো পুরুষ কখনো প্রকৃতি, কিশোরী শংকরী ভনে—

সবশেষে বলা যায় এইসব বোলগানে মূল কাহিনীর সঙ্গে অনেকসময় কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয় সেটিকে জনমানসে আরো সহজ ও সরলভাবে বোধগম্য করে তোলার জন্য এবং উপভোগ্য করার জন্য। কোনো একটি বোলগানের রচয়িতা কোন একজন কবিয়াল থাকতেই পারেন। তবে কোনো বোলগান সাধারণত যখন মঞ্চে পরিবেশিত হয় তখন বিভিন্ন কবিয়ালের ছন্দ, তাল, উপস্থিত বুদ্ধি, যুক্তিপ্রদান, পাঁচালী ও গান তৈরীর দক্ষতা অনুযায়ী ওই বোলগান ধীরে ধীরে নিজ মহিমায় কলেবর বাড়ায়। ফলে বোলগান তখন আর কোনো কবিয়ালের একক সৃষ্টি হিসেবে থাকে না। এটি কবিয়াল বা চারণ কবিদিগের সম্মিলিত পরিশ্রমের ফসল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। একই কবিয়াল একটি বোলগানকে ভিন্ন ভিন্ন আসরে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বা নিত্য নতুনভাবে উপস্থাপন করেন। তবে কাহিনী মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে। বোলগানের সুরের মাধুর্য এবং দুই কবিয়ালের বাদানুবাদ খুবই চিত্তাকর্ষক। কোন একটি নির্দিষ্ট বোলগানের ধুয়া এবং গানের কলি বিভিন্ন কবিয়াল বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেন ফলে গানের কলিগুলিও বদলে যায় এবং ওই নির্দিষ্ট বোলগানটি অন্য আঙ্গিকে অন্য কলেবরে শ্রোতাদের কাছে পৌঁছায়। যাইহোক এই বোলগান কবিগানের শেষে একটা ফাওগান হিসেবে এসে পড়ে। যেমন ফুচকা খাওয়ার শেষে একটা ফ্রি দেওয়ার রীতি। ভোজের শেষে চাটনি না হলে যেমন জমে না তদ্রূপ কবিগানের শেষে বোলগান না হলে যেন আসর জমে না। কবিগানের শ্রোতামহলে এই বোলগান খুবই শ্রুতি সুখকর এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

## Reference:

১. চৌধুরী, ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, দ্বিতীয় পর্যায়, দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০০৯, পৃ. ২৫
২. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, বাংলা সাহিত্য পরিচয়, তুলসী প্রকাশনী, ৯/৭ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কল-০৯, এপ্রিল, ২০১৪, পৃ. ২৩১, ২৩২
৩. ঝা, শক্তিনাথ, মধ্যবঙ্গের কবিগান প্রসঙ্গ গুমানী দেওয়ান, করুনা প্রকাশনী, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০২১, পৃ. ১৫
দ্র: সরকার, অমূল্য, একালের ধৃতি, ২০০৫, পৃ. ২৬
৪. ঘোষ, সুবীর, রাঢ়ের কবিওয়ালা ও কবিসঙ্গীত : ক্ষেত্রসমীক্ষা ও মূল্যায়ন, গবেষণা গ্রন্থ, সোদগঙ্গা, ২০১৮, পৃ. ৫৫৪

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 35*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 279 - 288*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

**Bibliography:**

ঘোষ, সুবীর, রাঢ়ের কবিওয়ালা ও কবিসঙ্গীত : ক্ষেত্রসমীক্ষা ও মূল্যায়ন, গবেষণা গ্রন্থ, সোদগঙ্গা, ২০১৮
চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, বাংলা সাহিত্য পরিচয়; তুলসী প্রকাশনী, ৯/৭ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কল-০৯, এপ্রিল, ২০১৪
চৌধুরী, ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা; দ্বিতীয় পর্যায়, দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট, ২০০৯
চক্রবর্তী, নিরঞ্জন, ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কল-০৭, ৭ই চৈত্র, ১৮৮০ শকাব্দ
ঝা, শক্তিনাথ, মধ্যবঙ্গের কবিগান প্রসঙ্গ গুমানী দেওয়ান, করুনা প্রকাশনী, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০২১
বিশ্বাস, দীপক, কবিয়াল লম্বোদর চক্রবর্তী, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০১৬
রাকিব, আবদুর, চারণকবি গুমানী দেওয়ান, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০১
সরকার, স্বরোচিষ, কবিগান ইতিহাস ও রূপান্তর, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, মে, ২০২১
সরকার, যতীন, বাংলাদেশের কবিগান, আত্মজা পাবলিশার্স, কোল-৫৭, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১৭
সিংহ, দীনেশচন্দ্র, পূর্ববঙ্গের কবিগান (প্রথম খন্ড), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩

**ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ:**

Sen, Dinesh Chandra, History of Bengali Language and Literature, Calcutta University, 1911
De, Sushil Kumar, History of Bengali Literature in the Nineteenth Century, C.U.1919

**ব্যক্তি ঋণ:**

কবিয়াল তপন চট্টোপাধ্যায়, কোশীগ্রাম, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান।
কবিয়াল দেবাশীষ পাল, মোরদীঘি, চৌহাট্টা, বীরভূম।
কবিয়াল মুকুল ভট্টাচার্য, জুরানপুর, নদীয়া।
কবিয়াল সদানন্দ যশ, মোহনপুর, বোলপুর, বীরভূম।
কবিয়াল হেমন্ত ঘোষ, পূর্ণা, চৌহাট্টা, বীরভূম।
কবিয়াল মানিক চন্দ্র মন্ডল, কৌড়ি, কেতুগ্রাম, পূর্ব বর্ধমান।
কবিয়াল রসরাজ মন্ডল, রসুনপুর, বীরভূম।
কবিয়াল নীলরতন পাল, বাগডোলা, ময়ূরেশ্বর, বীরভূম।
কবিয়াল মধুমিতা ব্যানার্জি, মিরসা, গুসকরা, পূর্ব বর্ধমান।
কবিয়াল কাঞ্চন মন্ডল, তারানগর, মুর্শিদাবাদ।
কবিয়াল শুভাশিস ব্যানার্জি, কৌড়ি, পূর্ব বর্ধমান।
কবিয়াল দুলালী চিত্রকর, গনকর, মুর্শিদাবাদ।
কবিয়াল সঞ্চিতা পাল, চৈতপুর, মুর্শিদাবাদ।
কবিয়াল মিলি দাস, সাঁইথিয়া, বীরভূম।
কবিয়াল বালীচরণ হোঁড়, মুর্শিদাবাদ।
কবিয়াল তারকেশ্বর খাঁ, কাঁটাবন, পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া।
কবিয়াল মানিক ঘোষ, বলরামপুর, বেলট, বাঁকুড়া।
কবিয়াল অম্বিকা সাহা, বৈঁচি, পূর্ব বর্ধমান।
কবিয়াল তুফান বিশ্বাস, নদীয়া।

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 35*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 279 - 288*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

কবিয়াল ক্ষুদিরাম কর্মকার, নাড়িচা, পূর্ব-বর্ধমান।
কবিয়াল ধীরেন্দ্রনাথ বাউরি, আঁতড়া, বাঁকুড়া।
কবিয়াল ফকির বাড়ি, বলরামপুর, বাঁকুড়া।